MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Gātraharidrā Folk Songs and the Contemporary Context: An Ethnographic Survey and Sociological Analysis

গাত্রহরিদ্রা গীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট: একটি এথনোগ্রাফিক সমীক্ষা ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Mir Rakesh Roushan

M.Phil. Researcher
Department of Folklore and Social Studies
Islamic University, Kushtia, Bangladesh
Email: mirrakesh9126938849@gmail.com
Page No: 195-200

Abstract: *Gātraharidrā or Gāye Halud (turmeric ceremony) is an essential folk ritual in Bengali wedding traditions, historically anchored in women's collective oral musical performance. Beyond ceremonial celebration, these folk songs articulate women's lived realities, emotional landscapes, kinship ties, and gender disparities. This study examines their historical and socio-cultural significance, analyzing how contemporary forces—urbanization, commercialization, and Bollywood culture—have reshaped their performance practices. Employing qualitative ethnographic methods and fieldwork across selected rural and urban locales of Murshidabad district, West Bengal, the research reveals an acute displacement of traditional nuptial melodies by Hindi film tracks, DJs, and stage-driven entertainment. This shift has disrupted intergenerational oral transmission, diminished youth engagement, and marginalized traditional female singers. Demonstrating that this sonic transition reflects broader socio-economic mutations, the paper emphasizes the urgent need for systematic documentation, digital archiving, and educational outreach to preserve this living folklore heritage.*

Keywords: *Gātraharidrā, Gāye Halud, Haldi Ceremony, Bollywoodization, Ethnography, Murshidabad, Cultural Evolution.*

ভূমিকা:

বাঙালি বিবাহের আমেজ যেন শুরু হয় আমন্ত্রণপত্র থেকেই, যার কোণে লেগে থাকে হলুদের ছোঁয়া। যাহোক, বিবাহ পরিবার গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রথা। মানবসভ্যতার সুপ্রাচীন ও বহুল প্রচলিত প্রথাগুলোর মধ্যে বিবাহ অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও জনসমাজের নিজস্ব লোকাচার রয়েছে; বিবাহকে কেন্দ্র করেও প্রচলিত আছে নানা আচার ও রীতিনীতি। ভারতীয় উপমহাদেশে বিবাহের আগে ও পরে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে স্বতন্ত্র আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ রীতিরও দেখা মেলে। গাত্রহরিদ্রা তেমনই একটি আচার, যা বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম - উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ-অনুষ্ঠানে প্রচলিত।

বাঙালি বিবাহ-সংস্কৃতির সঙ্গে মেয়েলি গীতের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বিবাহসহ বিভিন্ন আনন্দ-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নারীদের সমবেতভাবে গান গাওয়ার ঐতিহ্য বাঙালির লোকজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। হিন্দু ও মুসলিম—দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় পরিচয় পৃথক হলেও বাংলার অভিন্ন ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাসের ফলে তাঁদের জীবনযাপন, সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচারের মধ্যে নানা ধরনের সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রেজাউল করিমের পর্যবেক্ষণটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "আপাতদৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম স্বতন্ত্র আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাক্ ইসলামিক যুগে আরবদের মধ্যে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল, ভারতের হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সেপ্রকার নহে। প্রাচীন বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র একেশ্বরবাদের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইসলামের একেশ্বরবাদ হইতে উপনিষদের একেশ্বরবাদ পৃথক নহে। বোধহয় সেইজন্যই মুসলিমগণ হিন্দু ধর্মের মূল নীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আর সেইজন্য সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে সহজেই হিন্দুপ্রভাব প্রবেশ করিতে দিয়াছিল। কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় একইরূপ।"[১] অন্যদিকে বিবাহ নিবন্ধনের ধারণা প্রথম পাওয়া যায় ইহুদী,খ্রিস্টান, মুসলিমদের মধ্যে। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ দেবদত্ত পট্টনায়েকের গ্রন্থ Marriage 100 stories around india's favorite ritual এ পায় "Jewish, Christian and Muslim weddings introduced

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

the idea of registering the wedding. These religions valued the textual over the oral. Now the world considers registering and documenting marriages a necessary secular practice."।[২] ।অর্থাৎ ধর্মীয় ভাবে ইহুদি,খ্রিস্টান, মুসলিমরা নথিভুক্তিকরণ চালু করলেও বর্তমানে এটা একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রথা। এমন অনেক প্রথা সার্বজনীন হচ্ছে।

বিবাহকে কেন্দ্র করে নারীদের গীতচর্চার ঐতিহ্যও দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ধর্মীয় পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটলেও অনেক লোকাচার ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসের ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে। এ কারণে বাঙালি মুসলিম সমাজেও বিবাহকেন্দ্রিক নারীগীতের প্রচলন লক্ষ করা যায়। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এসব গীত ও লোকাচারের চর্চায়ও নানা রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিক জীবনযাত্রা, নগরায়ণ ও বিবাহ-অনুষ্ঠানের আয়োজনপদ্ধতিতে পরিবর্তনের ফলে ঐতিহ্যবাহী গীত ও লোকাচারের চর্চা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও এসব সাংস্কৃতিক উপাদান বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো টিকে রয়েছে। গাত্রহরিদ্রার গীতের ঐতিহ্য, সামাজিক তাৎপর্য এবং সমকালীন প্রেক্ষাপটে এর পরিবর্তন অনুধাবনের জন্য তাই এ বিষয়ে নৃ-নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ।

বিবাহ মানেই শুধু জমিয়ে খাওয়াদাওয়া নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা আচার-অনুষ্ঠান। গাত্রহরিদ্রা বা গায়ে হলুদ তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ আচার। বর্তমান সময়ে বিবাহের এই অনুষ্ঠান আরও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আধুনিক বিবাহে প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে 'হলদি সেরিমনি' পর্যন্ত নানা আয়োজন বিবাহ-উৎসবে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে গায়ে হলুদ মাখার রীতি কেবল আধুনিক বিবাহের অনুষঙ্গ নয়; হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যেও বিবাহকে কেন্দ্র করে হলুদের ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পুরাণ ও শাস্ত্রবিশারদ পূর্বা সেনগুপ্তের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, "আমাদের বর্তমান বিয়ের রীতি অনেকটাই মোঘল যুগ থেকে চলে আসছে। আগে নিয়ম ছিল সূচের ছোঁয়া নেই এমন বস্ত্র পরেই বিয়ে হবে। পরে নুরহাজান জরির সুতের বেনারসির চল শুরু করেন। তা দেখতে এতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিল যে, বিয়ের পোশাক হিসেবে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এই পোশাক পরা হত। হলুদের ব্যবহারের চল কিন্তু বৈদিক আচার নয়। বরং বেশ কিছু উপকারী দিকের কথা ভেবেই হলুদকে প্রাচীন কাল থেকেই বিবাহের অন্যতম উপকরণ হিসেবে মেনে চলেছি আমরা।"[৩]

বিবাহে হলুদের ব্যবহারের পেছনে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও ধারণা প্রচলিত রয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে হলুদের নানা গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, হলুদ ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে এবং ত্বকের পরিচর্যায় সহায়তা করে। অন্যদিকে, প্রচলিত ধারণায় হলুদকে শুভশক্তির প্রতীক হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। বিবাহ একটি শুভ অনুষ্ঠান হওয়ায় বর-কনেকে হলুদ মাখানোর মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে তাঁদের রক্ষা করার প্রত্যাশা প্রকাশ পায়। একই সঙ্গে নবদম্পতির ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় ও মঙ্গলময় হোক—এমন কামনাও এই আচারের সঙ্গে যুক্ত।

গাত্রহরিদ্রা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গীত মূলত নারীকেন্দ্রিক লোকাচারের অংশ। এগুলোর সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিধানের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের চেয়ে লোকবিশ্বাস, সামাজিক রীতি ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ। হিন্দু, মুসলিম, চাঁই, আদিবাসী ও মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের বিবাহ-অনুষ্ঠানে গাত্রহরিদ্রার নানা রূপ লক্ষ করা যায়। এসব অনুষ্ঠানে পরিবেশিত গীতের বিষয়বস্তুতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, আনন্দ-বেদনা ও সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। এসব গীতের রচয়িতা নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকলেও এগুলো কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টি হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সমষ্টির অংশগ্রহণ ও প্রজন্মান্তরের মৌখিক পরম্পরায় এগুলো টিকে থাকে। নারীরা এসব গীতের মধ্য দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক জীবনের নানা কথা প্রকাশ করেন। এভাবে গাত্রহরিদ্রার গীত নারীর জীবন ও অভিজ্ঞতার এক গুরুত্বপূর্ণ লোকজ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

বিয়ে উপলক্ষ্যে মেয়েদের গান গাওয়ার প্রচলন কিন্তু বহু প্রাচীন। সুকুমার সেনের মতে "আচারের প্রধান অঙ্গ ছিল 'মঙ্গল গান'।"[৪] বিয়ের আসরকে জমজমাটি রূপ দিতে 'গীত' এর ভূমিকা অস্বীকার করা অসম্ভব। আবার একথা সত্য যে এই গীতগুলো রচনা করেছেন গ্রাম বাংলার প্রান্তিক মহিলারা, যারা তথাকথিত ভাবে শিক্ষিত নন। আর আশ্চর্যজনক ভাবে মুসলিম সমাজের নারীদের ভূমিকা আছে। গানগুলি নিদিষ্ট কে লিখেছেন, তা বলা মুশকিল। যুগে যুগে সে গীতগুলো মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে সমষ্টির গান হয়েছে। লোকসংস্কৃতিবিদ রত্না রশিদ বন্দোপাধ্যায়ের মতে "বর্তমানে একমাত্র মুসলিম মহিলারাই এখনও পর্যন্ত এই বিয়ের গান-এর পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে অতি যত্নে বুকে আগলে রেখেছেন। বাংলা বিয়ের গান শুনতে গেলে এখন মুসলিম মহিলাদের কাছেই যেতে হবে। অন্য কোনও গত্যন্তর নেই। অন্তত এ-পার

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

বাংলার তো নেই-ই।"[৫]। লোকসংস্কৃতিবিদ চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের মতে "হলুদের গুরুত্বের কারণেই হলুদ নিয়ে গানও অজস্র। কখনও উপস্থিতজনদের ডাক দিয়ে, কখনও বা হলুদকেই সরাসরি সম্বোধন করে গাওয়া হয়।"[৬]। অনেক সময় হলুদের ব্যবহার নিয়েও গানের মধ্যে নানা কথা উঠে এসেছে।

"ও হলদি ভাই, তোমার জনম কুণ্ঠাঁই।
আমার জনম মাটির তলে।
ও হলদি ভাই, তুমি কী কী কাজে লাগো ভাই
আমি লাগি দুলহা দুলহির কপালে।"[৭]।

উক্ত গীতে হদলুকে ভাই হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং গীতের মাধ্যমে হলুকে তার জন্মস্থানের কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। হলুদ উত্তর দিচ্ছে তার জন্ম মাটির নিজে। হলুদকে আবারও জিজ্ঞেস করা হচ্ছে হলুদ তুমি কি কাজে লাগো ভাই? হলুদ উত্তরে বলছে সে নব দম্পতির কপালে লাগানোর কাজে লাগে। এই সমষ্টিগত গীত ঢোলের তালে তালে অনেক ক্ষেত্রে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গাওয়া হয়। একপক্ষ গীতের প্রশ্ন ছুড়ে দেয় আর অন্যপক্ষ উত্তর দেয়। হলুদ এবং তার গীত নিয়ে মনোয়ারা খাতুন এর মত "হলুদ জীবাণুনাশক, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং হলুদ উর্বরতার প্রতীক।"[৮]। তবে মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠানের রীতিনীতির মতন চাঁই সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে ঘিরেও ছত্রে ছত্রে গীত বিরাজমান। যা চাঁই সমাজের আলাদা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলে। চাঁই সম্প্রদায়ের হলুদ মাখার সময় গীত গাওয়ার প্রচলন বহু প্রাচীন।

"প্যঞ্চাম পুরকে নুড়হারে
প্যঞ্চ্যম পুরকে পাটা
শিবকৃষ্ণপুরকে ক্যইঞ্চান্যাহ হালদিরে
স্যইনা হালদি ঝিকিমিকি করহাইরে
ক্যপার ব্যহিকে প্যড়হ্যই বালাকে ঘামওরে
কাহামে হ্যক্যস ব্যরকে দিদিহে
আঁচ্যল দেকে মোছিহ্যস বালাকে ঘামওরে

ভাবানুবাদ:

পঞ্চম পুরের নোড়া
পঞ্চম পুরের পাটা
শিবকৃষ্ণপুরের কাঁচা হলুদ
সেইজন্য হলুদের এত উজ্জ্বলতা,
কপাল বেয়ে পড়ছে বালকের ঘাম
কোথায় আছ বরের দিদি
আঁচল দিয়ে মোছ বালকের ঘাম।"[৯]।

এই গীত এটি পাত্রের বাড়িতে গায়ে হলুদের গীত। কোন নিদিষ্ট আঞ্চলিক স্থান থেকে নিয়ে আসা নোড়া,পাটা এবং হলুদ এবং সেই নিদিষ্ট স্থানটি আঞ্চলিক ভাবে খ্যাত। ফলে সেই জায়গা থেকে নিয়ে আসা নোড়া,পাটা, হলুদ একত্রিত হয়ে, পাত্রের গায়ে হলুদ দেওয়ার ফলে সেই স্থানের মত শরীরের উজ্জ্বলতায় পাত্রের কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। সেই ঘাম মোছার জন্যে পাত্রের দিকে ডাকা হচ্ছে। অন্য একটি গীত

"তোলো হলুদ মেখে আমার কন্যা
যাবে, যাবে শ্বশুরবাড়ি গো
আমার মা জননী বোসে কাইনছে আমার কনে গো
কেঁদো মা, কেঁদো না আব্বা গো,
আমি যাবো শ্বশুরবাড়ি গো..."[১০]।

হলুদ মাখার এই গীতের মাধ্যমে পাত্রীর মা,বাবার এক অদ্ভুত যন্ত্রণার কথা উঠে আসছে। দীর্গদিন নিজের কন্যাকে লালন পালন করার পর বড় হয়ে সে কন্যা নববধূ হিসেবে শ্বশুর বাড়ি যাবে। মায়ের যন্ত্রণা, কান্নার কথা উঠে আসছে। অন্যদিকে মেয়ে গভীর মনস্তাত্ত্বিক শঙ্কা,যন্ত্রণা, পিতৃ গৃহ ত্যাগের ব্যথা বুকে নিয়েও বাবা,মাকে কাঁদতে নিষেধ করছে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

গবেষণার এলাকা এবং গবেষণা পদ্ধতি:

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কয়েকটা গ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। মূলত মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার পাঠান পাড়াগ্রাম এবং কান্দী থানার মহলন্দী, জীবন্তী, দূর্গাপুর এলাকায় ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। বহরমপুর শহরের কয়েকজন বিবাহ আয়োজন সংস্থার থেকে সাক্ষাৎকার নিয়ে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

এখানে গবেষণা পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, গুণগত পদ্ধতি, এথনোগ্রাফি ফিল্ড ওয়ার্কে। শহর ও গ্রামীণ দুই ভিন্ন অঞ্চলের ভৌগলিক ও সামাজিক পরিসরে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট:

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই মানুষ তার জীবনযাপন, আনন্দ-বেদনায় ভরা অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে কোনো না কোনো উপায়ে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে রূপান্তর করে এসেছে। গাত্রহরিদ্রা এবং তার গান এর বাইরে নয়। বিয়ের গান মূলত ওরাল ট্র্যাডিশন ফলে লোকগানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর কোন লিখিত স্বরলিপি থাকে না। এই গান কোন বইয়ের উপর নির্ভর করে বাঁচে না। এই গান যুগ যুগ ধরে প্রবীণদের কণ্ঠ থেকে নবীনরা শুনতে শুনতে মুখে মুখেই প্রজন্মের পরে প্রজন্ম বিস্তার লাভ করে। এই গানে শুধুই আনন্দ নয়, বিয়ের গীতের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে পিতৃগৃহ ত্যাগের বিষাদও। এই গীতে যেমন উঠে আসে আনন্দ, তেমনি উঠে আসে মনস্তাত্ত্বিক শঙ্কা, শূন্যতা। কখনও কখনও উঠে আসে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি মৃদু ব্যঙ্গ।

গবেষণার যৌক্তিক ও সীমাবদ্ধতা:

গায়ে হলুদ বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যুগ যুগ ধরে এই আচারের সাথে গানের সংযোগ আছে। যা সমাজের প্রান্তিক মানুষের সমষ্টিগত সুর। ব্যক্তিজীবনের আনন্দ, দু:খ, ব্যথা, ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই গীতগুলোকে নারীদের একটা নতুন জায়গা করে দেয়। যেখানে তারা নিজের ভাষা, সুর দিয়ে সমাজকে তাদের দেখা, বোঝার পরিধির বিবরণ তুলে ধরে। তাছাড়া এই গীত আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিভিন্ন লোকজ গানের আন্ত:সম্পর্ক উঠে আসে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে গায়ে হলুদের গীত এবং আচারের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রভাবে গ্রাম এবং শহরজুড়ে বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কেবল শহর নয় গ্রামেও বর্তমানে দেখা যাচ্ছে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি, প্রি-ওয়েডিং ফোটো শ্যুটিং। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠানের থিম ভিত্তিক মঞ্চ সজ্জা। সেখানে গাত্রহরিদ্রার অনুষ্ঠান পাড়া প্রতিবেশিতে থেমে নেই। গীতের জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে ডিজে, নানা ধরনের আলোকসজ্জা। শহরকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে পরিবর্তন হচ্ছে। বাড়ির পরিবর্তে অনুষ্ঠান বাড়ির চল এখন স্বাভাবিক বিষয়। আর্থসামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে ব্যানকুয়েট, রিসর্ট এর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ:

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহর এবং হরিহরপাড়া,কান্দী থানার বেশ কিছু জায়গায় ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রধান কয়েকটি ভাগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে,

১. ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দৃষ্টিকোণ: শহর বহরমপুরের ই ওয়াল্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের (latitude 24.0683° N and longitude 88.2653° E) কর্তৃপক্ষের বক্তব্য "আমরা ছোট বেলার বিয়ের গান দেখেছি এখন সে সব আর দেখতে পাই না। এখন দেখনদারি, ঝাঁ-চকচকে বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হলদী রসম, মেহেন্দী রসম এখন কেবল আচার নয়,বরং একটা সুপরিকল্পিত ইভেন্ট। যা অডিও, ভিজ্যুয়াল আর আনন্দে পরিপূর্ণ হতে হবে। যেখানে ছত্রে ছত্রে অত্যাধুনিক বিষয়ের যোগ থাকবে। যা বানিজ্যিক বিষয়। নতুন নতুন বিষয় প্রতি মুহুর্তে যোগ হচ্ছে। এখন গায়ে হলুদের অডিও ভিজ্যুয়ালের জন্য এন্ট্রি, কোল্ড ফায়ার, পেপার সাবার আর কত কি। যেমন পুঁজি, তেমন কাজ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কতটা সিনেমাটিক হবে। একদম বলিউড স্টাইল। সেল্ফি, গ্রুপ ফোটো, ভিডিও। বিষয়টি আর আচারে নেই। পুরো বানিজ্যিক হয়ে গেছে। আমাদের কাজ ক্লায়েন্টকে খুশি করা। এখানে সংস্কৃতির কোন গুরুত্ব নেই।"

২. ডিস্ক জকি এর দৃষ্টিকোণ: বহরমপুর শহরে ডি জে তুষার এর (latitude 24.0683° N and longitude 88.2653° E) বক্তব্য "প্রথম দিকে ডি জে অনুষ্ঠান বলতে ছিলো কলেজের অনুষ্ঠান, পুজোর প্যান্ডেলে বাজাতাম। বর্তমান সময়ে বিয়ের অনুষ্ঠানের ফলে সারাবছর কাজ হচ্ছে। হলদি রসম, মেসেন্দি রসমের অনুষ্ঠানেও এখন ডাক পাচ্ছি। গায়ে হলুদ অতীতে যেমনটা দেখেছি তা আর নেই। এখন সবটাই বলিউডাইজেশন। মূলত হিন্দি গানের উপর নাচ। যেখানে লাইটের ব্যবহারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা ঝকঝকে পরিবেশ আর আনন্দ।"

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

৩. বিয়ের গীত গাউনিদের দৃষ্টিকোণ: হরিহারপাড়ার চুঁয়া পাঠানপাড়ার সাইরা বিবি কণ্ঠে (latitude 24.0223° N and longitude 88.4403° E) উঠে আসে নানান ধরনের কথা। কখনও যা আনন্দ, আবার আক্ষেপ। "এ গান ছোট বেলায় মুখে মুখে মা, ঠাকুমা, পাড়া প্রতিবেশির থেকে শেখা। মুখে মুখে শিখে গেছি। গাইতে গিয়ে সামাজিক নানান বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু গান গাওয়া ছাড়িনি। আমার একটা দল আছে। তাদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গাই। মাঝে মাঝে শহর অঞ্চলে বিয়ের গীত গাওয়ার ছোট ডাক আসে। কিছু ইউটিউবারও মাঝে মাঝে রেকর্ড করে নিয়ে যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামের বিয়েতে ডিজে বক্স আর হিন্দি গানের প্রভাবে অনেকটা আমাদের গান গাওয়া কমে গেছে। যতদিন বেঁচে আছি আমরা এই গানের ধারাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবো।"

অন্যদিকে কান্দী থানার মহলন্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়ের ধলা গ্রামের মহিমা খাতুন (latitude: 24.0729° N and longitude: 88.1241° E) বলেন এই 'বিয়ের গীত গাওয়ার জন্যে পাড়া প্রতিবেশিরা অনেক তিরস্কার করেছে। সামাজিক রক্ষনশীলতা আছে। তবুও গান গাওয়া থামায়নি। এলাকায় যারা ভালো গাইতে পারে তাঁদের নিয়ে গান দলের গড়েছি। এই সময়ে আধুনিক বলিউড গানের ফলে আমাদের এই গীতের প্রতি টান কমেছে। নতুন মেয়েদের এই গান শেখার প্রতি আগ্রহ কম। ফলে নতুন প্রজন্মের মেয়েরা আর ঢোল নিয়ে গান শেখার প্রতি আগ্রহ কম। পাড়াতে বিয়ে হলে চর্চার অভাবে হলুদ মাখার অনুষ্ঠান হলেও হিন্দি গানের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। কোথাও কোথাও মোল্লাদের জন্য বিয়েতে গান বাজনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

৪. প্রবীণ মহিলাদের দৃষ্টিকোণ: (latitude: 24.0754° N and longitude: 88.1253° E)

ছোট বেলা মা,ঠাকুমার থেকে শুনেছিলাম 'মিরাশিন' দলের কথা। সে সব এখন অতীত। চোখের সামনে আলকাপ, রায়বেঁশে, লেটো কিছুই আর দেখতে পাওয়া যায় না। হলুদ মাখানোর সময় ঢোল নিয়ে পাড়ার সব মেয়ের মিলে কত আনন্দ করতাম। এখন আর সেই উৎসাহ নিয়ে গীত গাওয়ার লোক নেই। সারাদিন বিয়ে বাড়িতে সাউন্ডবক্সে হিন্দি গান বাজে।

উপসংহার:

আধুনিক নগরায়ণ, বিশ্বায়ন, অভিবাসন, গণমাধ্যম, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং বিবাহের বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ঐতিহ্যবাহী বিবাহ গীতের পরিবেশনা ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটছে। বিশ্বায়নের এই যুগে প্রান্তিক গ্রামেও পৌঁছে গেছে মোবাইল, বানিজ্যিক সরঞ্জাম। মুক্ত বাজারের চাকচিক্যের ঝলক লেগেছে প্রান্তিক চাদরে। একদিকে পারিবারিক পরিসরে প্রচলিত মৌখিক গান নতুন প্রজন্মের কাছে কম পরিচিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে; অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মঞ্চায়িত হলদি অনুষ্ঠান এবং সংগীতের নতুন উপস্থাপনার মাধ্যমে এসব ঐতিহ্য নতুন রূপে দৃশ্যমান হচ্ছে। সময়ে সাথে সাথে পরিবারের মধ্যেও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গীতের বহমানতা ব্যাহত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের কাছে বিনোদনের হাজারো মাধ্যম - যা তাদের কাছে চাকচিক্যের নিরিখে বিয়ের গীতের থেকেও বেশি আকর্ষণীয়। অপরদিকে মেয়েদের মধ্যে জীবিকামুখী শিক্ষার্জনের সচেতনা বাড়ায় বদলেছে অবসর যাপনের ধরনও। ফলত নতুন করে গান বাঁধার চল গেছে থেমে। আর চর্চার অভাবে ধীরে ধীরে একসময়ের মিরাশিন পেশার মতোই হারিয়ে যাওয়ার কাতারে দাঁড়িয়ে বিয়ে গাউনি পেশাও। এই পরিবর্তনকে একমাত্র সাংস্কৃতিক অবক্ষয় হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে গাত্রহরিদ্রার গীতকে কেবল বিনোদনমূলক সংগীত হিসেবে বিবেচনা না করে একটি জীবন্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন হিসেবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বর্তমান পর্যালোচনায় লোকসংগীত, বিবাহের আচার, লিঙ্গসম্পর্ক, মৌখিক ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং এথনোগ্রাফিক গবেষণাসংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক সাহিত্য সমালোচনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গাত্রহরিদ্রার নিজস্ব গীতের বিষয়বস্তু শুধু বিবাহের আচারেই সীমাবদ্ধ নয়; নারীর দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক বাস্তবতাও এসব গানে প্রতিফলিত হয়। পাশাপাশি নারীদের আবেগ, সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ, লিঙ্গ বৈষম্যের কথা এই গীতের মধ্যে উঠে আসে। স্টাডি ফিল্ডে দেখা গেছে একদিকে আঞ্চলিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে প্যান ইন্ডিয়ার বলিউডাইজেশন হচ্ছে। লোকসংস্কৃতির ওরাল লিটারেচার মুচ্ছে যাচ্ছে, যা এক ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং একটি পরিবর্তনশীল পুঁজিবাদী ও বিশ্বায়িত সমাজের প্রতিচ্ছবি। একটি জাতি টিকে থাকে তার ভাষা, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে। এই লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকগুলো যাতে হারিয়ে না যায় সেই দিকে অ্যাকাডেমিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। মৌখিক গীতগুলোকে আর্কাইভ করা এবং ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসে নতুন প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরা প্রয়োজন। হয়তো এই ভাবে আমাদের চারপাশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Reference

১. 'ভারতীয় মুসলমানের উপর হিন্দুপ্রভাব'- রেজাউল করীম; 'শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালি'-সম্পাদক: দিব্যজ্যোতি মজুমদার; 'পশ্চিমবঙ্গ', নববর্ষ সংখ্যা, ১৪০১, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত। পৃ-৪৬।
২. Pattanaik Devdutta,Marriage 100 stories around india's favorite ritual, Rupa, 2021, P-6
৩. বিয়ের রীতিতে গায়ে হলুদের চল কেন এলো জানেন? আনন্দবাজার পত্রিকা,https://www.anandabazar.com/lifestyle/do-you-know-why-haldi-is-essential-in-marriage-ceremony-dgtl-1.933654
৪. সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৪।
৫. বন্দোপাধ্যায় রশীদ রত্না, বাংলার বিয়ের গান, গাঙচিল, ২০১৪, পৃ. ১৩।
৬. মুখোপাধ্যায় চন্দ্রা, বাংলার বিয়ের গান,তবুও প্রয়াস,২০২৫, পৃ. ১১৭।
৭. খাতুন মনোয়ারা, মুসলিম বিয়ের গানে বাঙালি মুসলিম সমাজ,হরফ প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ.১৭৬।
৮.খাতুন মনোয়ারা, মুসলিম বিয়ের গানে বাঙালি মুসলিম সমাজ,হরফ প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ.১৭৬।
৯. রৌশান রাকেশ মীর, "চাঁই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিবাহ রীতিনীতি: ভারতীয় উপমহাদেশের এক অবহেলিত জনজাতির পরিচয়"।ijrar.og Published in : Volume 13 | Issue 3 | http://www.ijrar.org/viewfull.php?&p_id=IJRAR26C2603
১০. 'বিয়ে গাউনি থেকে মিরাশিন'- মীর রাকেশ রৌশান ; 'বাংলার স্মৃতির পেশা ও পেশাজীবীরা-১'- সম্পাদক: সুজন বন্দোপাধ্যায়,সুপ্রকাশ, ২০২৪, পৃ.৩৯৪।